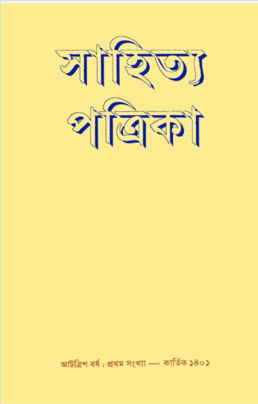

Vol. 38 | No. 1 | 1994

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ড. বটকৃষ্ণ ঘোষ : বাংলা বিভাগের একজন বিস্মৃতপ্রায় শিক্ষক

Volume	38
Issue	1
Year	1994
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সাঈদ-উর রহমান
Published online	October 1, 1994
DOI	10.62328/sp.v38i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v38i1.3
Pages	41-49
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৮ : সংখ্যা ১

Check for updates

ড. বটকৃষ্ণ ঘোষ : বাংলা বিভাগের একজন বিস্মৃতপ্রায় শিক্ষক

সাঈদ-উর রহমান

ড. বটকৃষ্ণ ঘোষ ১৯৩৪-৩৫ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে লেকচারার হিসেবে কাজ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও ভাষাতাত্ত্বিক। প্রাচীন ভারতের ভাষা-সংস্কৃতি-ধর্ম-সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে তার কৌতূহল ও পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশের কারণে ক্ষমতার পুরো সদ্ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবু স্বল্পায়ু জীবনে গবেষক হিসেবে তাঁর সাফল্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে পরিচিতি প্রদানের সূত্রে তাঁর জীবন ও কর্মের মূল্যায়ন করার চেষ্টা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

অধ্যাপক, বাংলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এক

বটকৃষ্ণ ঘোষের জন্ম হয়েছির ১৯০৫ সালের ১০ই জুলাই, পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলায় অবস্থিত অকালপৌষ গ্রামে।[১] পরিবারে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার দীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল; পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছিল স্বাদেশিকতার চর্চা। পিতা অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ (১৮৭৫-১৯২৬) স্বদেশী আন্দোলনের টানে ১৯০৬ সালে হিন্দু স্কুলের সহকারী শিক্ষকের পদে ইস্তফা দিয়ে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'-এ ইংরেজি ও গণিতের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন ও আমৃত্যু কাজ করেন। মানবসেবার অংশ হিসেবে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবা করার স্বেচ্ছাদায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ফলস্বরূপ নিজেও তাতে আক্রান্ত হন ও মৃত্যুবরণ করেন। পরিবারেরও সে -রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল; বটকৃষ্ণ মারা গিয়েছিলেন কুষ্ঠ রোগে। ইশকুল-কলেজের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বটকৃষ্ণ বিশেষ লাভ করেননি। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ-এর পরিচালনাধীন 'বেঙ্গল ন্যাশনাল স্কুল' থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। পরবর্তী কয় বছর বিভিন্ন পণ্ডিতের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যক্তিগত চেষ্টায় বিভিন্ন ভাষা, ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম ও নৃতত্ত্ব অধ্যয়ন করেছিলেন। ১৯২৪ সালে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'-এ রিসার্চ স্কলার পদে যোগ দিয়ে চারবছর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণা করেন। ১৯২৭ সালে যোগদান করেন ভারতচর্চা বিষয়ক বিখ্যাত পত্রিকা *দি ইনডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কোয়ারটারলী*-র সম্পাদনা পরিষদে। সেখানে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন দুই বছর। ১৯২৯ সাল থেকে ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করেন ও সেবছরই মিউনিকের 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব জার্মান একাডেমী' থেকে বৃত্তি পেয়ে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ইতোমধ্যে তিনি কলকাতার 'সংস্কৃত এসোসিয়েশন' কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তকৌমুদী পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছিলেন। মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কাজ করেছিলেন হানস ওরটেল (১৮৬৮-১৯৫২), ওয়ালটার উস্ট, ফার্ডিনান্ড সোমার ও এরিক রাবনেকার প্রমুখ পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে; এবং বিভিন্ন ব্রাহ্মণ রচনাবলীর রচনাবিশেষ উদ্ধার করে ডি. ফিল. ডিগ্রি অর্জন করেন ১৯৩২ সালে। তারপরই তিনি পাড়ি জমান ফ্রান্সে এবং *Les Formations nominales et verbales en p du Sanskrit* শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে ১৯৩৩ সালে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। ফ্রান্সে থাকতেই তাঁর শরীরে কুষ্ঠরোগের প্রকাশ দেখা দিয়েছিল।

দেশে প্রত্যাবর্তন করে কিছুকাল বেকার ছিলেন। ১৯৩৪ সালে যোগদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে এক শিক্ষাবর্ষ কাজ করেছিলেন। ১৯৩৫ সালে শিক্ষাবর্ষ শেষে পুনরায় কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন ও বেকার জীবন যাপন করেন। সে বছর জার্মান পণ্ডিত ভিনটারনিজের *এ হিস্টরী অব ইনডিয়ান লিটারেচার* গ্রন্থটি

ছাপার সময় মোট ৩০০ টাকায় প্রুফ দেখার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৭ সালে বিদ্যাসাগর কলেজের বাণিজ্য বিভাগে ফরাসী ও জার্মান ভাষা শিক্ষাদানের জন্য পঁচাত্তর টাকা মাসিক বেতনে অস্থায়ী লেকচারার নিযুক্ত হন। ১৯৩৭-৪২ এবং ১৯৪৭-৪৮ দুই টার্মে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ-এ 'প্রবোধচন্দ্র মল্লিক' বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। তারপরে কাজ করেছিলেন *ইনডিয়ান কালচার* পত্রিকার যুগ্মসম্পাদক পদে এবং মাসিক ১৫০ টাকা বৃত্তিতে রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির রিসার্চ ফেলো হিসেবে।

জীবিকার্জনের সেই বিড়ম্বনার মধ্যে ১৯৩৭ সালের ১লা জুলাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব' বিভাগে অবৈতনিক লেকচারার রূপে যোগ দিয়েছিলেন বেদ, পাণিনি, ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা পড়ানোর জন্য। এতে যোগ দেবার শর্ত ছিল যে, চার বছর পর অর্থাৎ ১৯৪১ সালের জুলাই থেকে তাঁকে প্রতিমাসে ৫০ টাকা করে বেতন দেয়া হবে। কয়েকবছর পরে, ১৯৪৭ সালে এই পদে তিনি পুনর্নিয়োগ পেয়েছিলেন। মাসিক বেতন ছিল ১৫০ টাকা। চুক্তির মেয়াদ ছিল পাঁচ বছরের। But merciful death which came on the morr ıg of march 10, 1950 released the great scholar from the deprivation and humiliation at the hands of punny, cantankerous and schening persons ।

তাঁর মৃত্যুর পর অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন:

> ' It is to be recorded with regret that excepting for a limited circle of his friends and fellow-workers the University which he served so faithfully could not appreciate the value and range as well as the signficance of his scholarship; and his position in the University remain that of a part-time lecturer with a ridiculously low salary, while he fully deserved by his merit a University chair.

দুই

ড. বটকৃষ্ণ ঘোষ মাত্র এক শিক্ষাবছরের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের *সংস্কৃত ও বাংলা* বিভাগে অধ্যাপনা করেছিলেন। বিভাগীয় প্রধান ড. সুশীলকুমার দে (১৮৯০-১৯৬৮) পুনার ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের আমন্ত্রণে *মহাভারত* সম্পাদনার কাজে অংশ নেয়ার জন্য ১৯৩৪-৩৫ শিক্ষাবর্ষে ছুটি নিলে তদস্থলে বিভাগের ভারপ্রাপ্ত রীডার (বর্তমানের সহযোগী অধ্যাপক তুল্য) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বিভাগীয় প্রধানরূপে নিয়োগ পেয়েছিলেন *[Annual Report]*। তাঁর শূন্যপদে ড. বটকৃষ্ণ

ঘোষকে অস্থায়ী লেকচারার নিযুক্ত করা হয়েছিল; বেতন ধার্য হয়েছিল মাসিক ২৫০ টাকা।[২] বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ৩০.৪.৩৪ তারিখে মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে এক চিঠি লিখে জানাচ্ছেন:

> Dr. Ghose wil be able to take up a part of the work of Dr. De and a part will have to be distributed.[৩]

এই এক বছরে ড. ঘোষের তৎপরতা সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তাঁর একটি বই ও দুটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় [*Annual Report*]:

১. *The Lost Brahmanas* (Calcutta, 1935)

২. Panini and the Pratisakhya (*Indian Historical Quarterly*, 1934)

৩. Indo-European Origin of Sanskrit (*Calcutta Review*, 1935)

গবেষণা প্রবন্ধগুলি ঢাকা বাসের কালে রচিত হয়েছিল কিনা, তা সুনির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। হয়তো আগেই রচিত হয়েছিল, তবে প্রকাশিত হয়েছিল একালে। এই সময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যে জড়িয়ে পড়েছিলেন রিপোর্টে তারও উল্লেখ রয়েছে। ঢাকা হল (বর্তমানের শহীদুলাহ হল) ছাত্র সংসদ কর্তৃক আয়োজিত বাংলা স্বতঃস্ফূর্ত বক্তৃতায় বিজয়ী প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদানের অর্থ তিনি নিজে বহন করেছিলেন। আরেকটি উল্লেখ পাওয়া যায় ড. সুকুমার সেন-এর আত্মচরিত *দিনের পর দিন যে গেল*- এর দ্বিতীয় পর্বে [সুকুমার সেন ১৩৯৬:৬২]:

> একলা প্রথম কলকাতার বাইরে যাই ঢাকায়। --- সেবারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলাম। --- ঢাকাতে আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল নীলক্ষেতে মোহিতবাবুর (মোহিতলাল মজুমদার : প্রবন্ধকার) বাসায়।--- মোহিতবাবুর প্রতিবেশী ছিলেন বটকৃষ্ণবাবু। তখন বটকৃষ্ণ ঘোষ ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার ছিলেন। তিনি থাকায় মোহিতবাবুর বাসায় ছোট আড্ডাটি বেশ জমেছিল।

ছুটি শেষে সুশীলকুমার দে ৮.৭.৩৫ তারিখে বিভাগে যোগদান করলে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পূর্বপদে ফিরে যান [*Annual Report* ২] এবং ড. ঘোষের অস্থায়ী চাকুরীর ও ইতি ঘটে। তিনি প্রত্যাবর্তন করেন কলকাতায়।

তিন

বটকৃষ্ণ ঘোষের রচনা বাংলা, ইংরেজি, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে। গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি বিতর্কমূলক রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর বইগুলির মধ্যে দুটি অনুবাদমূলক, বাকিগুলি মৌলিক। মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক লুডভিশ ভিলহেলম গাইগারের (১৮৫৬-১৯৪৩) জার্মান ভাষায় রচিত পালি সাহিত্য ও ভাষা সম্পর্কিত একটি এই *Pali Literature and Language* নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন ১৯৪৩ সালে। গাইগারের তিনি ছাত্র ছিলেন এবং শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করাও অনুবাদ করার একটি কারণ ছিল। ১৯২৮ সালে অধ্যাপক জুলিয়াস জুলির জার্মান ভাষায় লেখা একটি বই ইংরেজিতে তরজমা করেছিলেন *Hindu Law and Custom* শিরোনামে। তারও আগে একুশ বছর বয়সে জার্মান পণ্ডিত মরিস ভিনসার নিৎট্স-এর (১৮৬৩-১৯৩৭) কবি অশ্বঘোষ সম্পর্কিত প্রবন্ধ ইংরেজিতে অনুবাদ নডশ প্রকাশ করেছিলেন *The Modern Review* পত্রিকায় (অক্টোবর, ১৯২৬)।

ফরাসী ভাষায় রচিত তাঁর একটি বই হচ্ছে *Les Formation Nominales et Verbales en p du Sanskrit* (প্যারী, ১৯৩৩)। এটি প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য লিখিত থিসিস। বইটির দুটি অংশ: প্রথম অংশে তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'প' বিভক্তি/প্রত্যয় (suffix) যোগে বিশেষ্য গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছেন; দ্বিতীয় অংশে দেখিয়েছেন যে, প্রথম থেকেই সংস্কৃত ভাষায় the use of causative forms in paya- ছিল।

মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি. ফিল. ডিগ্রির জন্য তিনি যে থিসিস পেশ করেছিলেন, তার বিষয় ছিল Collections of the fragments of lost Brahmanas। ১৯৩৫ সালে সেটা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, যখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত ছিলেন। মূল অভিসন্দর্ভ অবশ্য রচিত হয়েছিল জার্মান ভাষায়, কিন্তু প্রকাশের কালে ইংরেজিতে তর্জমা করে নিয়েছিলেন।

ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যে বৈদিক সংহিতার পরই ব্রাহ্মণের স্থান। ব্রাহ্মণের সংখ্যা অনেক; বিলুপ্ত হয়ে গেছে অধিকাংশ। লুপ্ত ব্রাহ্মণগুলির কোনো-কোনো অংশ উদ্ধৃতি আকারে বিভিন্ন সংস্কৃত সাহিত্যে টিকে আছে। সেই বিপুল গ্রন্থরাজি ঘেঁটে ১৬টি লুপ্ত ব্রাহ্মণের প্রাপ্ত উদ্ধৃতি তিনি সংকলন করেছেন এই গ্রন্থে।

ঘোষের তৃতীয় বই *Linguistic Introduction to Sanskrit* প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার ইনডিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত ভারতীয় ভাষাচর্চা সিরিজের প্রথম পুস্তক হিসেবে। ১৯৭৭ সালে 'কলকাতা পুস্তক সম্ভার' এর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করে। ছাত্রদের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদিক সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের জ্ঞাতব্য বিষয় তিনি এতে উপস্থাপিত করেছেন। বইটিতে সাতটি অধ্যায় রয়েছে: Indo-European Origin of Sanskrit, Veda and Avesta; Vedic Orthopy; Sanskrit Phonology; Sanskrit Word Formation; Sanskrit Noun-inflexion; Sanskirt Verbal System। বইয়ের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন:

> I have tried to show in this book how much more complex than Panini's was the grammar followed by the RSis and how much we have to depend on the evidence of the cognate language for an adequate comprehension of the forms and structure of the Vedic language.

ঘোষের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বই হচ্ছে *Hindu Ideal of Life* (১৯৪৭)। 'ভারতী মহাবিদ্যালয়ে' প্রদত্ত প্রাচীন ভারতের সমাজজীবন সম্পর্কিত বক্তৃতামালা এতে সংকলিত হয়েছে। গৃহসূত্র, শ্রৌতসুত্র, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র এই পাঁচটি অধ্যায়ে তিনি প্রাচীন ভারতবাসীদের আদর্শ জীবন বিষয়ক চিন্তাভাবনা উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর প্রতিপাদ্য হচ্ছে যে, বৈদিকধর্ম ম্যাজিক চিন্তায় আকীর্ণ ছিল। ধীরে-ধীরে তারই ভিত্তিতে আইনকানুন তৈরি হয় এবং পরবর্তীকালে হিন্দুদের রাজনৈতিক আধিপত্য বিনষ্ট হলে সেটাই ধর্মের আবরণে নতুন রূপ পরিগ্রহ করে।

আগেই বলা হয়েছে যে, দুই টার্মে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ-এ তিনি প্রবোধচন্দ্র বসু মল্লিক বক্তৃতামালা দিয়েছিলেন। তিনি মোট ৪৬টি লিখিত বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি, তবে *পরিচয়*, *শ্রীভারতী*, *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় কয়েকটি ছাপা হয়েছিল। প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধযুগের শেষভাগে শান্তরক্ষিত ও কমলশীলের জীবিতকালে ভারতীয় দর্শন যে বিশেষরূপ লাভ করেছিল, তা তিনি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। [বটকৃষ ঘোষ ১৩৪৬]। বিজ্ঞানবাদের ক্রমবিকাশ, বসুবন্ধুর বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি, বৌদ্ধদর্শনে ঈশ্বর জিজ্ঞাসা, শব্দ ব্রহ্মবাদ, ন্যায়মতে আত্মবাদ, মীমাংসামতে আত্মবাদ, ক্ষণিকবাদ প্রভৃতি ছিল তাঁর বক্তৃতার বিষয়। দ্বিতীয় টার্মের বক্তৃতায় তিনি বিষয় হিসেবে নিয়েছিলেন আর্যসংস্কৃতির ক্রমবিকাশ।

Indian Culture পত্রিকায় তাঁর বেশ কয়টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল Ancient Language of Asia Minor; Latin and Sanskrit, Celtic and Sanskrit, Iranian and Sanskrit, Birth of Gods প্রভৃতি।

চার

প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন দিক ঘোষের অধীত বিষয় হলেও সমকালীন জীবনের প্রতি তাঁর যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। ইউরোপে প্রবাসকালে তিনি সাম্যবাদী ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন; দেশের অনেক বন্ধু তাঁকে বিবেচনা করতেন বামপন্থী বলে। দেশে ফিরে যে কারণেই হোক, তিনি বামপন্থার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠেন এবং এর বিরুদ্ধে কলম ধরেন। *শনিবারের চিঠি* গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত মতবাদ ও বিখ্যাত লেখকদের বিরুদ্ধে লেখায় লিপ্ত হন। পত্রিকাটিতে 'অভিব্যক্তি, প্রগতি ও বিপ্লব' শিরোনামে এক প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি লিখেছিলেন:

> এই আলোচনার ফলে আশা করি বুঝা গিয়াছে যে, মার্কসীয় জড়বাদ সাম্রাজ্যবাদ ও নাৎসীবাদের মতই একই পদার্থ [বটকৃষ্ণ ঘোষ ১৩৫২[ক]]।

কার্তিক সংখ্যায় তিনি আবার লিখেছেন:

> মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম যাহারা *স্বেচ্ছায়* পরিত্যাগ করিয়া পশুত্ব বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহারা কখনই মনুষ্য পদবাচ্য হইতে পারে না। সুতরাং কংগ্রেসের মত জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইতে Marxist Animist-দের নিষ্কাশন সর্বতোভাবে প্রয়োজন। [বটকৃষ্ণ ঘোষ ১৩৫২[খ]]।

১৩৫৩ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় 'মার্ক্সীয় অভিব্যক্তিবাদ' নামে তাঁর আরেকটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

তাঁর সেসব লেখার প্রতিবাদও হয়েছিল। *পরিচয়* পত্রিকার ১৩৫২ সালের মাঘ সংখ্যায় সরোজ আচার্য 'মার্কসবাদ ও স্বাধীনতা' লিখে এর তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন [হিরণকুমার সন্যাল ১৯৭৮:১১৬]।

পাঁচ

ড. বটকৃষ্ণ ঘোষের জীবনকাহিনী বেদনাদায়ক ও গৌরবজনক দুইই। অকালপৌষ গ্রামে জন্মগ্রহণ করে তিনি অকালে, মাত্র ৪৫ বছর বয়সে, মৃত্যুবরণ করেছিলেন। স্বল্পায়ু জীবনে তাঁকে নিরন্তর লড়াই করতে হয়েছিল ব্যাধি ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। এর মধ্যেই তিনি আয়ত্ত করেছিলেন এশিয়া ও ইউরোপের প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় ডজন খানেক ভাষা। তাঁর জ্ঞানের বিচরণক্ষেত্র ছিল ব্যাপক। কিন্তু তবু, জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে তিনি কখনো স্বস্তি পাননি। কেন নিশ্চিন্তে জীবিকার্জনের সুযোগ পেলেন না তার কারণ রহস্যমণ্ডিত। তাঁর রচনারীতির ও লেখার প্রশংসা করতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরী [হিরণকুমার সন্যাল ১৯৭৮:১১৫ এবং শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষা ১৯৯০:১৩০]। যাই হোক,

> ব্যক্তিগত জীবনের এই মর্মান্তিক বিপত্তি সত্ত্বেও বটকৃষ্ণ ঘোষ পণ্ডিত ও সাহিত্যিক হিসেবে যে-কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, তা আমাদের আশ্চর্য করে দেয়। যতদিন দেহ একেবারে অপটু হয়ে পড়েনি, তিনি লেখাপড়া ও সাহিত্যচর্চা করেছিলেন পুরো উৎসাহে। জীবনসংগ্রামে বটকৃষ্ণ ঘোষ ছিলেন সত্যিকারের বীর [হিরণকুমার সন্যাল ১৯৭৮:১১৫]।

টীকা

১। এই প্রবন্ধের প্রায় সব তথ্যই সংগৃহীত হয়েছে সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত Batakrishna Ghosh: A Forgotten Linguistician (Bulletin of the Department of Comparative philology and Linguistics, Vol-3 1978, University of Calcutta, 1979) নামক প্রবন্ধ থেকে। সেজন্য সর্বত্র তথ্য নির্দেশ করা হয়নি। অতিরিক্ত তথ্যসমূহের উৎস নির্দেশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি পাওয়া গেছে অধ্যাপক মনসুর মুসার সৌজন্যে।

২। Extracts from the minutes of the executive council, 4 July, 1934

৩। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত নথি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত।

গ্রন্থপঞ্জি

বটকৃষ্ণ ঘোষ ১৩৪৬ — 'বিজ্ঞানবাদের ক্রমবিকাশ', পরিচয়, ৯:১ (শ্রাবণ-পৌষ[১]। কলকাতা।

১৩৫২ক	'অভিব্যক্তি, প্রগতি ও বিপ্লব', *শনিবারের চিঠি*, শ্রাবণ। কলকাতা।
১৩৫২খ	'সাম্য ও স্বাধীনতা', *শনিবারের চিঠি*, কার্তিক। কলকাতা।
শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ ১৯৯০	'*পরিচয়' এর আড্ডা*। কলকাতা।
সুকুমার সেন ১৩৯৬	*দিনের পর দিন যে গেল*, দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা।
হিরণকুমার সন্যাল ১৯৭৮	'*পরিচয়' এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র*। কলকাতা।
Annual Report	1934-35. University of Dhaka.
Annual Report 2	1925-38-University of Dhaka
Sunil Banerji	'Batakrishna Ghosh: A Forgotten Linguistician', in *Bulletin of the Department of Comparative Philology and Linguistics*, Vol. 3. Calcutta.